ব্র্যাককে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেয়ায় নগ্নভাবে ধরা পড়লো সরকার দেশকে পরের নিকট দেশকে লীজ দিতে পায়তারা করছে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদেশী সাহায্যপুষ্ট মতলববাজ এনজিওদের এজেন্ডা একের পর এক বাস্তবায়ন করে চলেছে। নারী নীতি ২০০৮ প্রণয়নের পর দেশের প্রাথমিক শিক্ষাও এনজিওদের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার সব আয়োজন করে ফেলেছে। স্পষ্টতই এনজিওদের এ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাদের কাজের এখতিয়ার আওতা বহির্ভূত নীতি নির্ধারণী বিষয়ে তারা হাত দিয়েছে যার প্রসব যন্ত্রণা বইতে হবে এই জাতিকে হয়তো যুগ যুগ ধরে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৫ মার্চ এবং ১৩ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত আদেশের বলে দেশের ৩০টি উপজেলার ৩১৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাকের নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই আদেশের বলে তালিকাভুক্ত স্কুলগুলোর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার ফলাফল বিষয়ে সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব পেয়েছে ব্র্যাক। অথচ এই কাজগুলো করার জন্য সরকারের নিজস্ব অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। তা সত্ত্বেও দেশের ১৫ কোটি মানুষের সেন্টিমেন্টে আঘাতকারী, সেবার নামে গরিব মানুষের রক্ত শোষণকারী সর্বোপরি মানুষের ঈমান আকিদা ধ্বংসকারী একটি এনজিও'র ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়। প্রাথমিকভাবে ৩১৪২টি স্কুলকে এই স্কীমের আওতায় ব্র্যাককে দেয়া হলেও অভিজ্ঞ মহল বলছেন, এটা সুগভীর চক্রান্তের ফল। এটা হলো প্রাথমিক পদক্ষেপ যা পরবর্তীতে পুরো প্রাথমিক শিক্ষাকেই এনজিও গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেয়া হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষার মতো বিষয় কখনো বেসরকারি সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। আর বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিওর ওপর দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। দুনিয়ার কোথাও কোন দেশ এরূপ কার্যক্রম করলে সেই জাতির ভবিষ্যৎ হবে অকার।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবানন এনজিওদের হাতে শিক্ষা, চিকিৎসা, দারিদ্র্য বিমোচনসহ কতিপয় বিষয় ছেড়ে দেয়ার কারণে আস্তে আস্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটি খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হয়েছে। এনজিও গোষ্ঠী সেবার নামে দেশটিকে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালিয়ে মুসলিম শূন্য করেছে। বাংলাদেশে কয়েক হাজার এনজিও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির নামে ঋণের ভারে জর্জরিত করে চলেছে। তারা সুদের জালে গরিব মানুষকে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত করে চলেছে। ধর্মান্তর প্রক্রিয়া এসব সেবার নামে এখানে আগে থেকেই চলছে। আর এখন সরকারি আদেশের মাধ্যমে এনজিও গোষ্ঠীর হাতে

প্রাথমিক শিক্ষা তুলে দিচ্ছে এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এতে সুস্পষ্ট যে বিদেশী এনজিও গোষ্ঠীর এ্যাসাইনমেন্ট বাস্তবায়ন করার মতলবেই এসেছে এই তথাকথিত সুশীল সমাজের সরকার।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেনি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত কোন পক্ষই। শিক্ষক, অভিভাবক কেউই এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে অবিলম্বে সরকারি পরিপত্র বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এটাকে পাইলট প্রোগ্রামের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের কপালে দুর্গতি আনছে সরকার নিজেই। সরকার দেশকে পরের অধিন রাষ্ট্র বানাতেই এই মিশন ?

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com